একটা সুন্দর দিনের সূচনা...

সত্যি চমৎকার একটা দিনের সূচনা হয়েছিল সে দিন। সকালে ইন্টারনেট খুলতেই দেখলাম ইনবক্স ভরে আছে নানান রকম মেইলে। এর মধ্যে "মুক্তচিন্তা"র পাঠানো মেইল অনেক। দেখলাম অভিজিৎ রায়ের একটা মেইল - যা আমার একটা মেলের জবাব। স্বাভাবিক ভাবেই নড়ে চড়ে বসলাম। কারন আমি বরাবরই অভিজিৎ রায়ের কাছে একজন সমালোচক হিসাবে পরিচিত, তাই তিনি আমাকে একটা বিশেষ শ্রেনী ভুক্ত করে আমার বক্তব্য বিবেচনা করেন - ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুও বাইরে আলোচনা চলে যায় । এ ক্ষেত্রে বিষয়টা ছিল "মুক্তমনা"য় সংখ্যালঘুদের রক্ষার জন্যে পাকিস্থান, বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধান মন্ত্রী বরাবর দরখাস্ত প্রেরন। আগের চিঠিতে তিনি আমাকে যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে, এটা একটা ভাল কাজ আর আমি সব ভাল কাজে বগরা দেই। পরে লেখলাম - দেখুন ভাল কাজ করার আগে নিজেদেরকে একটা গ্রহনযোগ্য অবস্থানে আনা দরকার। একটা বিশেষ দলের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডার সাথে সাথে ঐ দলের রক্ষার আবেদন বেমানান । তবে এবারের চিঠিতে তিনি যা লিখলেন - তাতে আমার মনে হলো অন্তত পক্ষে মি. রায়কে আমার কথাটা বুঝাতে সক্ষম হয়েছি। এর আগে এমন কথা বলার জন্যে মডারেটর আমাকে রাস্তা দেখিয়ে বলেছিলেন ইচ্ছা হয় মুক্তমনা পড়ুন না হলে না পড়ুন। জন্মলগ্ন থেকে মুক্তমনার পাঠক হিসাবে সেদিন কষ্ট পেয়েছিলাম। যা হোক কালক্রমে মুক্তমনায় লেখা ছেড়েছি - তবে নিয়মিত পড়ি । আর পড়ি এ কারনে যে কতটুকু যেতে পারে তা দেখার জন্যে। তবে অভিজিৎ রায়ের এ কথা - I've come here to maintain a bridge, not to break down. সত্যি, খুবই আনন্দিত হয়েছি আপনার চিঠি পড়ে। একটা কথা প্রাসঙ্গিক কারনে বলতে চাই - আমার কোন দল নেই - আমি কারো প্রতিনিধিত্ব করি না। যা মনে হয় ঠিক - তাই বলি। এটা হলো মুক্তচিন্তায় আপনার সাথে আলাপ- আশা বাদী হলাম এবার নিশ্চয় মুক্তমনায় এমন কিছু প্রকাশিত হবে না যা অপ্রয়োজনে মানুষের মধ্যে ঘৃনা ছড়াবে --মানুষকে কষ্ট দেবে - একদল মানুষকে খোঁচাবে ঘা বানানোর জন্যে।

কিন্তু পরদিন মুক্তমনায় যা দেখলাম - তাতে আবার হতাশ হলাম। একটা রচনা, ১৩ পৃষ্টা লম্বা, লেখক Pulangan বিষয় pmohamad শুরু "Muhammad needed NINE wifes… and had intercourse with a NINE YEARS OLD GIRL…" পাঠক, দীর্ঘ তের পৃষ্টায় যে বিষয় গুলি আলোচিত হয়েছে তা আনেকবার মুক্তমনায় আলোচনা হয়েছে এমনকি অভিজিৎ রায় নিজেও উৎসাহী হয়ে এ বিতর্কে যোগ দিয়েছেন।

এ দীর্ঘ রচনা - একে কি বলবো গল্প, ইতিহাস, ধর্মীয় আলোচনা, না কি বক্তৃতা ? প্রিয় পাঠক যদি সুযোগ হয় পড়ে দেখবেন লেখাটা। (পোষ্ট করা হয়েছে জুলাই ৩, ২০০৩)। এলোপাথারি ভাবে লেখাটির সমস্ত বিষয়গুলো অনেকবার এসেছে মুক্তমনায় - আর বিশেষ ভাবে লেখাটাকে সাজানো হয়েছে যে একটা সম্প্রদায়ের মানুষরা কষ্ট পায়। যেমন প্রথম লাইনে দেখুন কিছু শব্দকে করা হয়েছে আপার কেস - সমস্ত লেখাতে বিশেষ বিশেষ শব্দকে এমন ভাবে আপারকেস করা হয়েছে যেন - কারো পক্ষে বিদ্বেষ পূর্ন লেখার বিষ থেকে মুক্তি না ঘটে।

এই কিম্ভূতকিমাকার লেখা পড়ার পর আমার মনে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তা নিচে সাজালাম, আশা করি অভিজিৎ রায় আমাদেরকে তার মতামত জানাবেনঃ

১) আপনি বা মডারেটর যেই লেখাটা পোষ্ট কওে থাকেন - নিশ্চয় পড়ে থাকবেন। কোন শ্রেনীতে লেখাটাকে ফেলবেন আপনারা? মুক্তমনার গাইডলাইন অনুসারে আপনারা কোন ঘৃণা ছড়ায় এমন লেখা ছাপাবেন না বলে জানি - তবে কেন এটা ছাপালেন ?

২) আপনারা সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত – অন্যদিকে আপনারা এমন লেখা পোষ্ট করলেন যা আপনাদের আলোচিত সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিদ্দেবস ছড়াবে ? আপনি কি মনে করেন যে, এ লেখাটা পড়ার পর গুজরাটের একজনও মুসলমান উপকৃত হবে বা মুসলমানদের সম্পর্কে যে প্রচলিত স্টেরিওটাইপ ধারনা আছে তাকে আরো শক্ত করবে?

৩) সত্যি করে বলুনতো আপনি কি বিশ্বাস করেন – ধরনের লেখা প্রচার মানব জাতির কোন উপকারে আসবে নাকি শুধু বিভেদ বাড়াবে?

৪) লেখাটা যেই লিখে থাকুন না কেন - তিনি জানেন এ লেখা এক দল মানুষকে কষ্ট দেবে, ঘৃণা ছড়াবে - যার জন্যে তিনি একটা ছদ্ম নামের আড়ালে নিজেকে লুকিয়েছেন । এটা হচ্ছে দুর থেকে ঢিল মেরে ঝগড়া লাগানো । যার পরিনাম আমরা জানি। আর আপনারা মানবতার নামে - সেকুলারিজমের নামে এ ধরনের ঘৃনা প্রচারে সহায়তা করছেন । দয়া করে লেখাটা পড়ে আপনি বলবেন কি, এটা লেখার আর প্রচারের পিছনে কোন মহৎ উদ্দেশ্য কাজ করছে?

মি. রায়, ভাল কাজ করার জন্যে যেমন উদ্দ্যেগ লাগে, তেমনি লাগে সদিচ্ছা আর লাগে ভাল মানুষ। বাংলাদেশে যেমন দেখা যায় বাজেটের পক্ষে ১০০ জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক দস্তখত করলে বিপক্ষে করেন ১০১ জন। তাতে বাজেটের না কোন পরিবর্তন হয় - না হয় কোন সংযোজন। তবে একটা বিষয় হয় - তা হচ্ছে ঐ শিক্ষক আর শিক্ষা প্রতিষ্টান হয় ক্ষতিগ্রস্থ - তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারান। মুক্তমনা যদি এভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রচনা প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হয় - আবার ঐ সম্প্রদায়ের রক্ষার জন্যে আবেদন করেন - সেটা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেও বিবৃতি মতো হয়ে যায় না?

সবশেষে একটা অনুরোধ - দয়া করে একবার ভাববেন কি - এ ধরনের লেখা পোষ্ট করে আপনারা কাকে সহায়তা করছেন। এক দল মানুষের কুৎসা আরকে দল মানুষকে জানাচ্ছেন, এক দল মানুষের সমালোচনায় আর একদল মানুষকে উৎসাহীত করছেন, তাদের পরস্পরকে পরস্পরকে নিন্দা পাত্র বানাচ্ছেন। তাতে না লাভবান হচ্ছে কোন মানুষ - না লাভবান হচ্ছে মানবতা - শুধুমাত্র কিছু ব্যাক্তি বিশেষের বিকৃত আনন্দের খোরাক জোগার ছাড়া।

না, অভিজিৎ রায় - আপনার I've come here to maintain a bridge, not to break down কথাটার তেমন আবেদন থাকল না। তবে অবশ্যই একটা সুন্দর দিনের সূচনার জন্যে আপনাকে আবারো ধন্যবাদ। আমাদের এ নাতিদীর্ঘ জীবনে হয়তো সবার পক্ষে মানবতার জন্যে বিশাল কিছু করা সম্ভব হবে না - তবে ইচ্ছ করলে কিন্তু আমরা মানুষের জন্যে একটা সুন্দর সকালের সুচনা করতে পারি - আমাদের কথা ও কাজের দ্বারা। আসুন না একবার চেষ্টা করি একটা সেতু তৈরী করতে যাতে মানুষ মানুষ হিসাবে সন্মানিত হবে - সম্প্রদায় হিসাবে নয় ।

আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন
টরন্টো
জুলাই ১৪, ২০০৩

---

[i]আপনার মতামত সম্পাদক, সদালাপ কে editor@shodalap.com জানান